দিন বদলের ৪ বছর

বিশেষ ক্রোড়পত্র

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

মুহাম্মদ ফারুক খান, এম পি
মন্ত্রী
বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

একটি দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচারের বহি:প্রকাশ ঘটে তার পর্যটন শিল্পের মাধ্যমে। বাংলাদেশ সুপ্রাচীন কাল থেকে ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচারে বিশেষভাবে বৈশিষ্টমন্ডিত। বর্তমানের অনেক উন্নত দেশ যখন গুহায় বাস করতো তখন বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় থাকার প্রমান পাওয়া যায়। ইতিহাস বিখ্যাত সিল্ক রোড বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহমান ছিল। বিশ্ব এতো উন্নত হওয়া সত্বেও এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের ঐতিহ্যমন্ডিত মসলিনের মতো শাড়ি কেউ তৈরী করতে পারেনি। বাংলাদেশের মানুষের মতো এমন অতিথিপরায়ণ জাতি বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই। এখানে সকল ধর্মের মানুষ ভাইয়ের মতো একসাথে বসবাস করছে। এখানে রয়েছে অনেক নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। এসবই আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যের অংশ।

বিশ্বের মধ্যে তিনটি বিরল পর্যটন উপাদান-দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত, সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন এবং একই স্থান থেকে সূর্যোদয় ও সুর্যাস্ত দেখার সুযোগ বাংলাদেশে রয়েছে। ইকো ট্যুরিজমের অফুরন্ত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উপর দিয়ে চলে গেছে আন্তর্জাতিক বিমান রুট। তাই ধারনা করা হচ্ছে আগামীতে তৈরী পোশাক শিল্পের পরই পর্যটন শিল্প থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে। তার আলোকে বাংলাদেশের পর্যটন খাতকে সাজানো হচ্ছে। বিগত চার বছরে তার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পাশাপাশি এ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা সিগনিফিক্যান্ট সেইফটি কনসার্ন (এসএসসি) এর তালিকা থেকে বাংলাদেশ অবমুক্ত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের যেকোন বিমান সংস্থা আইনগতভাবে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপরে অনুমতি সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক রুটে ফাইট পরিচালনা করতে পারবে। এ সময়ে বাংলাদেশ বিমানকে নতুন করে সাজানোর প্রত্যয়ে ১০টি নতুন প্রজন্মের বিমান ক্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের পর্যটন খাত এবং বেসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা সময়ের চাহিদা মিটিয়ে এগিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। আসুন আমরা সবাই বাংলাদেশের পর্যটন খাতের প্রসারে একেকজন 'ব্রান্ড এ্যাম্বাসেডার' হই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(মুহাম্মদ ফারুক খান এমপি)

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি স্বরূপ। বাংলাদেশের প্রকৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতির বহি:প্রকাশ এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বলা যায় এ মন্ত্রণালয়ই বিদেশে বাংলাদেশের 'কান্ট্রি ব্রান্ডিং' করে থাকে। বাংলাদেশের পতাকা বিদেশের আকাশে বাংলাদেশ বিমানই মেলে ধরে। তাই বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।

চিরায়ত বাংলার অনিন্দ্যরূপ ও সৌন্দর্যকে পর্যটন খাতের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে জাতীয় পর্যটন সংস্থা 'বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন' প্রতিষ্ঠা করেন।

বাংলাদেশ বিমান ১৯৭২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি 'এয়ার বাংলা ইন্টারন্যাশনাল' নামে যাত্রা শুরু করে। বিশ্ব দরবারে সোনার বাংলার পরিচিতির লক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সংস্থা গঠন করেন। ভারত সরকারের কাছ থেকে উপহার পাওয়া একটি বিমান দ্বারা ৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে অভ্যন্তরীণ রুটে এর প্রথম যাত্রা। এর ঠিক একমাস পরে আন্তর্জাতিক রুট ঢাকা-লন্ডন। বঙ্গবন্ধু একই বছরের ২৯ মার্চ 'এয়ার বাংলা ইন্টারন্যাশনাল'কে 'বাংলাদেশ বিমান' নামকরন করেন।

মোঃ মিজানুর রহমান
যুগ্ম সচিব (বিমান ও সিএ)

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ৪টি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো হলো বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, বাংলাদেশ টুরিজম বোর্ড, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ বিমান। এ ছাড়াও এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিঃ যার অধীনে হোটেল রূপসী বাংলা এবং হোটেল ইন্টারন্যাশনাল লিঃ যার অধীনে হোটেল প্যান পেসিফিক সোনারগাঁও পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন ঃ

কবির কবিতায়, পরিব্রাজকের ভ্রমণ কাহিনীতে বাংলাদেশ উঠে এসেছে সবার সেরা হয়ে। সৌন্দর্যে মোহাবিষ্ট হয়ে ভ্রমনকারী ও অফুরন্ত সম্পদ আহরণের লক্ষ্যে বারবার বিদেশী বণিকরা এসেছেন এদেশে।

অপার সৌন্দর্যের লীলাভূমি বিশ্বের দীর্ঘতম অবিচ্ছিন্ন সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল - সুন্দরবন, চা বাগানের সবুজ কার্পেটে মোড়া-সিলেট, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বৈচিত্রপূর্ণ জীবন ও সংস্কৃতিসমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ ময়নামতি ও মহাস্থানগড়, সর্বোপরি বাহারি স্বাদের মুখরোচক খাবার ও অতিথিপরায়ন সদা হাস্যময় বাঙালী-জীবন এদেশের মূল আকর্ষণ।

হযরত শাহজালাল (রা) এর মাজার, হযরত খানজাহান আলীর মাজার বা ষাটগম্বুজ মসজিদ যেমন মুসলমান পর্যটকদের আকর্ষন করে তেমনি গুরুদুয়ারা নানকশাহী- শিখ ধর্ম, কান্তজীউ মন্দির- হিন্দু ধর্ম, রাঙ্গামাটির রাজবন বিহার- বৌদ্ধ ধর্ম ও আরমানিটোলার আর্মেনিয়ান চার্চ- খ্রিষ্টান ধর্মের পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

চিরায়ত বাংলার অনিন্দ্যরূপ ও সৌন্দর্যকে পর্যটন খাতের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে কাজে লাগানোর বিষয়টি উপলব্ধি করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে জাতীয় পর্যটন সংস্থা বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন (বিপিসি) প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্গবন্ধু এ সংস্থাকে দেশের পর্যটন আকর্ষণীয় অঞ্চলসমূহে অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য জমি ও অর্থ বরাদ্দ প্রদান করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের শাসনামলে বান্দরবন, খাগড়াছড়ি, বেনাপোল, সাগরদাঁড়ি, টুঙ্গীপাড়া, মুজিবনগর ও টেকনাফে পর্যটন মোটেল নির্মিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার ২০০৯ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর জাতীয় পর্যায়ে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে পর্যটন নীতিমালা প্রণয়ন, বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড আইন প্রণয়ন, সংরক্ষিত পর্যটন অঞ্চল আইন প্রণয়ন ও জাতীয় পর্যটন পরিষদ পুনর্গঠন করেন।

বিগত ৪ বছরে বর্তমান সরকারের শাসনামলে এ সংস্থা যুগান্তকারী উন্নয়নমূলক কাজ করেছে। এ সময়ে পর্যটন নগরী কুয়াকাটায় ৬০ কক্ষ বিশিষ্ট পর্যটন মোটেল-ইয়ুথ ইন নির্মাণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এর উদ্বোধন করেন। দিনাজপুরের কান্তজিউ মন্দির এলাকায় রেস্তোরাঁ নির্মাণ, কিশোরগঞ্জে সত্যজিত রায়ের পৈত্রিক ভিটায় পর্যটন তথ্যকেন্দ্র নির্মাণ, সোনামসজিদ এলাকায় পর্যটন হোটেল নির্মাণ ও দিনাজপুর মোটেলের উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। চট্টগ্রামের মোটেল সৈকতকে নবরূপে নির্মান করা হচ্ছে। কক্সবাজারস্থ হোটেল শৈবাল, উপল, প্রবালের সংস্কার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সংস্কার করা হয়েছে রাজশাহী ও রংপুর পর্যটন মোটেলকেও । পাবর্ত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রাঙ্গামাটিতে পর্যটন হলিডে কমপ্লেক্সে নতুন একটি হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে।

New 7 Wonders Foundation পরিচালিত প্রাকৃতিক সপ্তাশ্চর্য নির্বাচন প্রতিযোগিতায় কক্সবাজার ও সুন্দরবনকে জায়গা করে নিতে বিপিসি ব্যাপক প্রচারণা চালায়।

জাতির পিতার জন্মবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু সমাধি প্রাঙ্গনে মেলায় অংশগ্রহণসহ নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ সংস্থা প্রতিবছর কক্সবাজারে পার্বত্য লোকজ মেলারও আয়োজন করে থাকে। এ সময়ে প্রচুর পরিমানে পর্যটন প্রচারণামূলক ব্রশিউর, পোস্টার, পর্যটন ম্যাপ ও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত করা হয়েছে।

দেশে পর্যটন সেক্টরে দক্ষ মানব শক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে ন্যাশনাল হোটেল এন্ড টুরিজম ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট ৪ বছরে প্রায় ৫০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে পর্যটন খাতের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

অবকাঠামো নির্মাণ ও প্রচারনার কারনে পর্যটন করপোরেশনের আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ করপোরেশন ২০০৮- ২০০৯ সালে ৩৬০ কোটি টাকা, ২০০৯-২০১০ সালে ৪৫০ কোটি টাকা, ২০১০-২০১১ সালে ৫৯২ কোটি টাকা এবং ২০১১-২০১২ সালে ৭১৩ কোটি টাকা আয় করেছে।

সরকারের সময়োপযুগী সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা ও সহযোগিতার কারণে পর্যটন করপোরেশনে গতিশীলতা এসেছে। জাতির প্রত্যাশা মিটাতে এ করপোরেশন তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে যাচ্ছে ।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড ঃ

অফুরন্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প খুবই সম্ভাবনাময়। ধারনা করা হচ্ছে তৈরী পোশাক শিল্পের পরই পর্যটন শিল্প থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আয় করতে পারে।

বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষনসমূহকে বিশ্বব্যাপী প্রচার এবং একে বিশ্ব দরবারে একটি 'পর্যটন গন্তব্য' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ২০১০ সালে জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড (বিটিবি) গঠন করে।

প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড গত দুই বছরে বিভিন্ন প্রচারনামূলক কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

২০১১ সালের আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে লোকাল পার্টনার হিসেবে ট্যুরিজম বোর্ড স্পন্সর করে দেশে-বিদেশে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে তুলে ধরে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পর্যটনভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র Beautiful Bangladesh বিশ্বের ভ্রমনপিপাসুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী বিদেশীদের জন্য সোনারগাঁও হোটেলে 'বাংলাদেশ ফোক ফেস্টিভ্যাল' কান্ট্রি প্রেজেন্টেশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

বিটিবি রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে যৌথভাবে সার্ক দেশসমূহের জাতীয় পর্যটন সংস্থা ও স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু আর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে তিনদিনব্যাপী 11th SAARC Trade Fair & Tourism Mart-2012 আয়োজন করে।

বাংলাদেশের পর্যটনশিল্পকে বিদেশীদের কাছে পরিচিত করতে এ সংস্থা দেশে প্রথমবারের মত জাপান, জার্মানী ও স্পেন থেকে সাংবাদিক, ট্রাভেল রাইটার ও ট্যুর অপারেটরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে 'দেশ পরিচিতিমূলক ভ্রমন' (Familiarization Tour) আয়োজন করে। এছাড়াও এ সংস্থা বেসরকারী ট্যুর অপারেটরদের নিয়ে ভারত, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে পর্যটন রোড শো আয়োজন করে।

বহির্বিশ্বে ব্যাপক প্রচারনার লক্ষ্যে ট্যুরিজম বোর্ড ভিজিট বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন নামে একটি পর্যটন প্রচার ও বিপণন কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর আওতায় ট্যুরিজম বোর্ড বিদেশে বাংলাদেশের পর্যটন প্রসারে ২০১১ ও ২০১২ সালে জাপান, সিঙ্গাপুর, চীন, জার্মানী, স্পেন, কোরিয়া ও যুক্তরাজ্যে আন্তর্জাতিক পর্যটন মেলায় সরকারি ও বেসরকারি ট্যুর অপারেটরদের নিয়ে অংশগ্রহণ করে। কোরিয়াতে অনুষ্ঠিত Korea World Travel Fair এ বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড Best Marketing National Tourism Organization হিসেবে সম্মাননা পায়।

ট্যুরিজম বোর্ড বিশ্ব পর্যটন দিবস-২০১১ ও ২০১২ উপলক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন পর্যটন স্থানগুলোতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এ সময়ে বোর্ড জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ গোলটেবিল বৈঠক, বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টক-শো ও বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এ সময়ে পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণনের জন্য মানসম্মত প্রচার ও উপহার সামগ্রী তৈরী করেছে এবং দেশে-বিদেশে বৈদেশিক মেলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় এসব প্রচার ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করছে।

বর্তমান সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ ও প্রচারণার ফলে বাংলাদেশে পর্যটন খাতের উত্তরোত্তর প্রসার ঘটছে। আশা করা যায় সরকারি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রয়াসে বিশ্বের পর্যটকদের কাছে বাংলাদেশ আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে।

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ঃ

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি) দেশের আকাশ সীমায় সকল প্রকার বিমানের নিরাপদ উড্ডয়ন ও অবতরণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এ সংস্থাটি আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল সংস্থার বিধি অনুযায়ী বিমান পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ এবং এ সংক্রান্ত আইন-প্রনয়ন ও বিমান চলাচল চুক্তি সম্পাদন করে থাকে।

বিগত চার বছরে সিএএবির মাধ্যমে দেশের বিমানবন্দরগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়।

গত ১৯ জুলাই, ২০১২ তারিখে আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা সিগনিফিক্যান্ট সেইফটি কনসার্ন (এসএসসি) এর তালিকা থেকে বাংলাদেশ অবমুক্ত হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের যেকোন বিমান সংস্থা আইনগতভাবে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে আন্তর্জাতিক রুটে ফাইট পরিচালনা করতে পারবে।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর দিয়ে সবচেয়ে বেশী যাত্রী আসা-যাওয়া করে। এ বন্দর থেকে উড্ডয়নকারী উড়োজাহাজে অবৈধ ও নিষিদ্ধ পণ্যসামগ্রী বহন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানের কার্গো সিকিউরিটি স্ক্যানিং মেশিন বসানো হয়েছে।

নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ রাখতে স্থাপন করা হয়েছে টিবি-১৩ সাবষ্টেশন ।

উড়োজাহাজ পার্কিং ক্যাপাসিটি বৃদ্ধির জন্য প্যাসেঞ্জার এ্যাপ্রোনকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এখানে ২টি বোর্ডিং ব্রীজ সংযোজন করা হয়েছে। উন্নয়ন করা হয়েছে বিমানবন্দরের ড্রেইনেজ ব্যবস্থার ।

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী প্রান্তিক ভবনের আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

নিরাপদে বিমান উড্ডয়ন, অবতরণ, উড়োজাহাজের পার্কিং সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য টেক্সিওয়ের শক্তি বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর নির্মাণ কাজ উদ্বোধন করেন। বিমানবন্দরের রানওয়ের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘ ১৬ বছর পর এসফল্ট কংক্রিট দ্বারা কার্পেটিং করা হচ্ছে।

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীতকরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত একটি অগ্রাধিকার প্রকল্প। এটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উন্নীত করতে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর আওতায় বিদ্যমান ৬৭৭৫ ফুট রানওয়ের শক্তি বৃদ্ধিসহ রানওয়ে ৯০০০ ফুটে উন্নীত করা হচ্ছে। রানওয়ের প্রস্থ ১৫০ ফুট থেকে ২০০ ফুটে উন্নীত করা হচ্ছে।

বিমানবন্দরসমূহে প্যাসেঞ্জার সুবিধা বৃদ্ধি এবং বিমানের নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে উঠা নামার জন্য বর্তমান সরকারের আমলে শাহ আমানত ও ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এম. এল. এস, ডি.ভি.ও.আর এবং ডি.এম.ই স্থাপন করা হয়েছে।

এ সময়ে রাজশাহী ও সৈয়দপুর রুটে পুনরায় বিমান চলাচল চালু করা হয়েছে।

সময়ের চাহিদা মিটাতে সরকার দেশের প্রত্যেকটি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর চালুর কথা বিবেচনা করছে। ইতোমধ্যে একাধিক ফ্লাইট একাডেমির অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিমান রুটের মধ্যস্থলে বিধায় ভবিষ্যতের চাহিদা বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নামে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের একটি নতুন বিমানবন্দর স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ফলে আশা করা যায় বাংলাদেশ বিমান রুট ও পর্যটকদের আন্তর্জাতিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিনত হবে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ঃ

বাংলাদেশ বিমান ১৯৭২ সালের ৪ঠা জানুয়ারি 'এয়ার বাংলা ইন্টারন্যাশনাল' নামে যাত্রা শুরু করে। বিশ্ব দরবারে সোনার বাংলার পরিচিতির লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ সংস্থা গঠন করেন। ভারত সরকারের কাছ থেকে উপহার পাওয়া একটি বিমান দ্বারা ৪ঠা ফেব্রুয়ারিতে অভ্যন্তরীণ রুটে এর প্রথম যাত্রা। এর ঠিক একমাস পরে আন্তর্জাতিক রুট ঢাকা-লন্ডন। বঙ্গবন্ধু একই বছরের ২৯ মার্চ 'এয়ার বাংলা ইন্টারন্যাশনাল'কে 'বাংলাদেশ বিমান' নামকরন করেন।

জাতির পিতার নির্মম হত্যাকান্ডের পর বাংলাদেশ বিমানের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। এ সময়ে বিমান প্রত্যাশিত চাহিদা পূরন করতে পারেনি। কিন্তু জাতীয় পতাকাবাহী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ বিমানের দায়িত্ব অনেক। বঙ্গবন্ধু কণ্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ বিমানকে নতুন করে সাজাতে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বিমানে ফিরে আসে প্রাণচাঞ্চল্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০২০ সালের মধ্যে বিমান বহরে আধুনিক মানের ১০টি বিমান সংযুক্ত করার পদপে নেন। ২টি বিমান ২০১১ সালে বহরে যুক্ত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পালকী নামের একটি বিমান উদ্বোধন করেন। আরো দুইটি বিমান এ বছর বহরে যুক্ত হবে।

বিগত চার বছরে বাংলাদেশ বিমানের উন্নয়নে ব্যাপক উন্নয়ন কাজ করা হয়।

বিমানের টিকেট বুকিং ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ পরিচালনার জন্য বিমানের ১৫০ জন বৈমানিককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

বিমান বহরে সংযোজিত B-777-300ER উড়োজাহাজের জন্য বিমানের ২৮ জন বৈমানিককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। কক্পিট ক্রুদের সিডিউলিং কার্যক্রম বর্তমানে ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হচ্ছে।

বিগত চার বছরে সরকার বাংলাদেশ বিমানের মাধ্যমে সফলতার সাথে হজযাত্রী পরিবহণ করে আসছে। ২০০৯ সালে বাংলাদেশ বিমান ৩২,১৮৪ জন হাজী পরিবহন করেছে। ২০১২ সালে সে সংখ্যা ৫৪,১৭৯ তে পৌছেছে।

এ সময়ে বিমানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিষয়ক আন্তর্জাতিক অডিটে বাংলাদেশ বিমান সাফল্যজনকভাবে উত্তীর্ণ হয়।

বাংলাদেশ বিমানের উপর দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেক। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যা, জ্বালানী তেলের দাম বৃদ্ধি আর সময়ের সাথে আধুনিকায়ন না করায় বিমান সে প্রত্যাশা চাহিদামত পূরণ করতে পারেনি। নতুন প্রজন্মের বিমান সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমান আরেক ধাপ এগিয়ে যাবে, বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ সার্ভিসেস লিমিটেডে (বিএসএল) এবং Intercontinental Hotels Group (Asia Pacific) Pte. Ltd. (IHG) এর মধ্যে বিএসএল এর হোটেল (রূপসী বাংলা হোটেল) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য গত ১৯/০২/২০১২ তারিখে একটি চুক্তি স্বারিত হয়েছে।

হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (হিল)-এর অধীন পরিচালিত হোটেল সোনারগাঁও-এর ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে Pan Pacific Hotel and Resorts (PPHR) এর সাথে এগ্রিমেন্ট ১০ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।

খোরশেদ আলম চৌধুরী
সচিব
বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

বাণী

বিশ্বায়নের এ যুগে পর্যটন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত। শুধু এ খাতের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর অনেক দেশ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী ও বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। পর্যটন শিল্প এখন শুধু বিদেশী পর্যটক নির্ভরশীল নয়। দেশের জনসাধারণ ও পর্যটন স্পটসমূহে প্রতিনিয়ত গমন করছে এবং নিজেদের দেশকে জানতে পারছে ও পর্যটন শিল্প বিকাশে অবদান রাখছে। ফলে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ ও অবস্থান সুখকর করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন একান্ত জরুরী। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিত করা গেলে বাংলাদেশ তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে আন্তর্জাতিকভাবে পূর্ব-পশ্চিমের গমনাগমনে একটি বিশেষ পর্যটন দেশ হিসেবে আবির্ভূত হতে পারবে।

বিমান পরিবহন ব্যবস্থার যুগপোযোগী ও আধুনিকায়ন এবং পর্যটন স্থাপনাসমূহের উন্নয়ন ও পর্যটন শিল্পকে আধুনিক ধ্যান-ধারণাসহ আরো বিস্তৃতকরণের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে আমরা প্রত্যেকটি স্তরে বাংলাদেশের বিমান ও পর্যটন খাতকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করেছি। প্রতিযোগিতামূলক এয়ারলাইন্স ব্যবসায় টিকে থাকতে নতুন প্রজন্মের ড্রিম লাইনার বিমান দিয়ে বাংলাদেশ বিমানের আধুনিকায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহন সংস্থার 'সেইফটি সিকিউরিটি কনসার্ন' এর তালিকা থেকে বাংলাদেশ অবমুক্ত হয়েছে। বিমানবন্দর গুলোকে আধুনিকায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটি পর্যটন কেন্দ্রে আবাসন অবকাঠামো নির্মান করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে পর্যটন সংক্রান্ত প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বিশেষজ্ঞরা ধারনা করছেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা গেলে তৈরী পোশাক শিল্পের পরেই বাংলাদেশ পর্যটন থেকে সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মুদ্রা আহরণ করতে পারে। এ খাতের সাথে সম্পৃক্ত সকলের সহযোগীতা পাওয়া গেলে বাংলাদেশকে আমরা অন্যতম পর্যটন আকর্ষণীয় দেশে রুপান্তর করতে পারবো। এক্ষেত্রে সকলের সহযোগীতা এবং পরামর্শকে আমরা স্বাগতঃ জানাব।

(খোরশেদ আলম চৌধুরী)